নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ জানুয়ারি, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ১ সংখ্যা ৫ জানুয়ারি, ২০১৫, সোমবার, ২০ পৌষ, ১৪২১

সি পি আই(এম) জোনাল সম্মেলন চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ জানুয়ারি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র জোনাল সম্মেলনগুলি চলছে। ৩ জানুয়ারি আসানসোল জোনাল সম্মেলন ৩ জানুয়ারি সংহতি মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশাল মিছিলের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ নেতা বামাপদ মুখার্জী। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গৌতম রায়চৌধুরী-দিলীপ সরকার নগরে দেবাশিষ শোভাকার মঞ্চে (দুর্গাভবন, কোর্ট মোরে)। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বংশগোপাল চৌধুরী। সম্মেলন ৩০৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্মেলন চলে। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অমল হালদার, সম্মেলনে ১৭ জনের কমিটি ও মনোজ দাস সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মেমারি-১ জোনাল কমিটির নবম সম্মেলন বিনয় কোঙার নগর গোপাল মান্ডি মঞ্চ মেমারি কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন মহারানী কোঙার। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম কোঙার। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস আইনুল হক, তাপস চ্যার্টার্জী প্রমুখ। সম্মেলন থেকে ১৬ জনের কমিটি ও অভিজিৎ কোঙার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২৮ ডিসেম্বর দামোদর-অজয় জোনাল কমিটির ৯ম সম্মেলন বিনয় কোঙার নগর, দিলীপ সরকার মঞ্চে অণ্ডালে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বংশগোপাল চৌধুরী। সম্মেলনে ২৪০জন প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রবীর মণ্ডলকে সম্পাদক করে ১৭ জনের জোনাল কমিটি গঠিত হয়। ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম)-এর জেলা সম্পাদক অমল হালদার ও আজিজুল হক।

জামালুপুর জোনাল কমিটির ৯ম সম্মেলন সেলিমাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসী পাড়ায় সম্মেলনকে ঘিরে গরিব মানুষের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার, উদয় সরকার, অরিন্দম কোঙার, সম্মেলনে ১৪৩জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে ১৯ জনের কমিটি ও সমর ঘোষ সম্পাদক নির্বাচিত হয়।

কুলটি জোনাল সম্মেলন কুলটির এল. সি. মোড়ে অনুষ্ঠিত হয় দিলীপ সরকার নগর ও প্রহ্লাদ দাস মঞ্চে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সি পি আই(এম)-এর প্রবীণ নেতা রথীন রায়। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অঞ্জু কর ও আভাষ রায় চৌধুরী। সম্মেলনে ১৪৩জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জনের কমিটি ও মনোজ মুখার্জী সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বর্ধমান পৌর-উৎসব শুরু হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি : বর্ধমান শাঁখারীপুকুর উৎসব ময়দানে এবারের বর্ধমান পুরসভার উদ্যোগে বর্ধমান পৌর উৎসবের উদ্বোধন করলেন পঞ্চায়েত ও কারিগরী মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়, পরিষদীয় সচিব উজ্জ্বল প্রামাণিক, জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন, পুরপতি স্বরূপ দত্ত প্রমুখ। উৎসব চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। উৎসব প্রাঙ্গণে গুঞ্জন ওঠে যে পুরসভার ৩৫ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ১২ জন কাউন্সিলার এদিনের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। খবর নিয়ে জানা যায় অনুষ্ঠান সূচিতে জেলার মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, স্বপন দেবনাথ, মলয় ঘটক, সভাধিপতি দেবু টুডু, সাংসদ সংঘমিতা প্রমুখের নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁরাও উপস্থিত ছিলেন না। পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা নিয়ে জনৈক কাউন্সিলর তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এবারের বর্ধমান উৎসব কততম? এ প্রসঙ্গ সব বক্তাই এড়িয়ে গেলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানসূচিতে লেখাও ছিল না এবারের উৎসব কততম! এই উৎসবকে ঘিরে পুর কর্মচারীদের মধ্যেও নানা ক্ষোভ দেখা গেল। তারাও কোন আমন্ত্রণপত্র পাননি বলে জানা গেল। কাউন্সিলারদের মধ্যে অন্যতম সমীর রায় জানালেন আমরা উৎসবে থাকিনি, আগামী কয়েকদিন যাবও না। অনেক কিছুই বলার থাকলেও কিছু বলতে পারছি না!

রাজ্যে তৃণমূলকে উৎখাত করতে হবে, বিজেপিকে আটকাতে হবে—সূর্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর : বিজেপি আরও বেশি দক্ষিণপন্থী দল। সারা দেশে বড় শত্রু বিজেপি। রাজ্যে তৃণমূল সরকারও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। তাই আমাদের রাজ্যে তৃণমূলকে উৎখাত করতে হবে এবং বিজেপিকে আটকাতে হবে। যদিও উনি থাকলে বিজেপিকে রাজ্যে আটকানো যাবে না। কেননা রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন।

কথাগুলি টাউনহলে বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার অবস্থানে ২ জানুয়ারি প্রয়াত সমর বাওরার স্মরণসভায় তিনি প্রধান বক্তা ছিলেন। দীর্ঘদিন বাদে টাউনহলে মানুষের তিল ধারণের জায়গা ছিল না। মাঝে মধ্যে বাইরের জি. টি রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অনেক মানুষকে টাউন হলের গেটের বাইরে থেকে বক্তব্য শুনতে হয়। প্রয়াত সমর বাওরার প্রতি মানুষের টান কত মানুষের উপস্থিতি তা জানান দেয়।

শ্রী মিশ্র প্রয়াত কৃষকনেতা সমর বাওরার অবদানের কথা স্বীকার করে বর্তমান সরকারের কৃষিনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। শ্রী বাওরা বামফ্রন্ট সরকারকে একটি কৃষি রিপোর্ট দাখিল করেন। সেটি এই সরকার চাপা দিয়ে দিয়েছে। সেই রিপোর্ট বর্তমানে খুবই প্রাসঙ্গিক। কৃষক ধানের দাম পাচ্ছে না। ১০০ দিনের কাজ নেই। আবার আত্মহত্যার মিছিল শুরু হবে। বিজেপি সরকারের সময় মহারাষ্ট্রেও কৃষক আত্মহত্যার মিছিল চলছে। সুশাসন কী? মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। দিল্লির সরকার ৭ মাসে ৭টি অর্ডিন্যান্স এনেছে। এখনো পর্যন্ত চিটফাণ্ডের টাকা উদ্ধার হলো না। বিজেপির একজন নেতা সারদা কাণ্ডে ধরা পড়েছে। রাজ্যে ও এখনো সব প্রতারককে ধরা হচ্ছে না। রাজ্যে তৃণমূল সংখ্যালঘু তাস খেলছে এবং বিজেপি হিন্দু তাস খেলছে। দুটি দলই সাম্প্রদায়িক বিভাজন করে গরিব সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজন করে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেই প্রয়াত সমর বাওরার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যাবে।

প্রাদেশিক কৃষকসভার রাজ্য সভাপতি মদন ঘোষ বলেন, মানুষের জীবন জীবিকা আক্রান্ত। গণতন্ত্র আক্রান্ত। সহায়কমূল্যের নিচে ধান বিক্রি হচ্ছে। সরকার এখনও একছটাকও ধান কেনেনি। অথচ মেলা উৎসবে দেদার খরচ হচ্ছে।

কৃষকসভার রাজ্য সম্পাদক নৃপেন চৌধুরী বলেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করে অর্ডিন্যান্স এনেছে বিজেপি সরকার। রাজ্যেও গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। নারীদের উপর অত্যাচার বাড়ছে। অর্জিত অধিকার আক্রান্ত। ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছাড়া বিকল্প নেই।

অমল হালদার বলেন, সমর বাওরার দেওয়া ঝাণ্ডা নিয়ে আমরা ক্ষেতমজুর আন্দোলন, জমি আন্দোলন, কৃষি বিকাশের আন্দোলন, গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নিয়ে এগিয়ে যাবো।

এছাড়াও স্মরণসভায় শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিকৃতিতে মালা দেন বক্তারা ছাড়াও রাজ্য প্রাদেশিক নেতা নুরুল হুদা, তরুণ রায়, রণজিত মিত্র, সঞ্জয় পুততুণ্ডু, বিপ্লব মজুমদার, তুষার ঘোষ, অনিল পাত্র, অমিয় পাত্র, খগেন মুর্মু, রামচন্দ্র ডোম, হরেকৃষ্ণ সামন্ত, গৌর সাহা, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা এবং অগ্রগামী কৃষকসভার পক্ষে হরিপদ বিশ্বাস, জিতেন মণ্ডল সহ অন্যান্য বামপথী কৃষকনেতা।

এদিন জনসভা থেকে এস. এফ. আই এবং ডি. ওয়াই. এফ. আই-এর পক্ষ থেকে আসামে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত পরিবারগুলির সাহায্যার্থে ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়।

পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে বিনা ভোটে জেলার সব কলেজ সংসদ দখল করলো টি এম সি পি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর : মানুষ সঙ্গে না থাকলেও খাতায় কলমে সঙ্গে আছে বোঝানোর জন্য কলেজ সংসদ দখলের রাজনীতি আবার দেখালো টি এম সি পি এবং পুলিশ যৌথ ব্লু প্রিন্টে। কার্যত জেলার ৩০টি কলেজেই দখল নিল টি এম সি পি। সৌজন্য জেলার পুলিশ প্রশাসন। পেশিশক্তি এবং পুলিশের নির্বাক দর্শক ভূমিকায় বিরোধী কোন ছাত্র সংগঠনই মনোনয়ন পেশ করতে পারলো না। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব কলেজের দখল নিল টি এম সি পি। গত ২ ও ৩ জানুয়ারি জেলার সবকটি কলেজে নমিনেশন দাখিলের দিন ছিল।

দু'দিনই কলেজে কলেজে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা, শাসক দলের নেতারা গেটে গেটে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। লক্ষ্য একটাই —বিরোধী কেউ যাতে নমিনেশন ফর্ম তুলতে না পারে। সে কাজে একশভাগই সফল হয়েছে টি এম সি পি, পুলিশের সহযোগিতায়। অভিযোগে জানা যায় জেলার এক মন্ত্রী এবং পুলিশ সুপার গোপনে বৈঠক করে কলেজের দখল করার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেন। সেখানে ঠিক হয় কোন কলেজে কোন নেতার নেতৃত্বে কলেজ দখল হবে। গুসকরা কলেজে সকাল থেকেই গেটে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান চঞ্চল গড়াই, মল্লিকা চোংদার। বর্ধমান রাজ কলেজে উত্তম সেনগুপ্ত এবং আব্দুর রব। বিবেকানন্দ কলেজে পরেশ সরকার ও খোকন দাস। গলসি কলেজে দায়িত্বে ছিলেন তৃণমূল নেতা নজরুল মিদ্দা। তাঁর নেতৃত্বে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা লাঠি টাঙ্গি নিয়ে চড়াও হয় এস. এফ. আই-র নমিনেশন দিতে আসা ছাত্রদের ওপর। আহত হয় এস. এফ. আই গলসি সম্পাদক কুন্তল দত্ত, রাজীব দাস, বিনোদ ঘোষ এবং এস. এফ. আই জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে। নতুন চিঠির নিজস্ব প্রতিবেদকও এই ঘটনায় আহত হয়। ছাত্ররা পালিয়ে যেতে পারলেও বয়স্ক অভিভাবকরা মার খেয়ে গুরুতর আহত হয়। কমল সরকার, জাহান আলি মোল্লা, তুফান সহ সাত জন বর্ধমান মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। পরে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও গলসি থানা অভিযোগ নেয় নি। যদিও এস. এফ. আই-র পক্ষ থেকে আগেভাগেই থানার ওসি-কে এই আশঙ্কার কথা জানানো ছিল। এদিন গলসি কলেজের পাশাপাশি গুসকরা, মানকর, রানিগঞ্জ, শ্যামসুন্দর কলেজ, কুলটি কলেজ, সব কলেজই শাসকদলের দুষ্কৃতীরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হয় হামলা চালিয়েছে, নয়তো গেট অবরুদ্ধ রেখেছে। পুলিশ নীরব সাক্ষী থেকেছে। এদিনই খাঁদরা কলেজে আহত হন এস. এফ. আই জেলা সভাপতি সুব্রত সিদ্ধান্ত, মহিলা কর্মী স্নেহা সহিস, পূর্ণিমা বাউড়ি।

এই আশঙ্কা করে অবাধ নির্বাচনের জন্য জেলাশাসক, এস. পি এবং সংশ্লিষ্ট থানাতে এস. এফ. আই জেলা কমিটি থেকে চিঠি করা হয়। নক্কারজনক ভাবে পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে টি. এম. সি. পি কলেজ দখলের খেলায় নেমেছে। তীব্র নিন্দা করে জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে জানান, শাসকদল সারদাকাণ্ডে এবং বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে টি এম সি পি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সুস্থ ভোট হলে জিততে পারবে না বুঝেই এই রাস্তা ধরতে হয়েছে টি এম সি পি কে।

নতুন চিঠি

৫ জানুয়ারি, ২০১৫

হাসজারু

পুরাণ ও মহাকাব্যগুলিকে ইতিহাস আখ্যা দিয়ে ভারতের ইতিহাসে নতুন একটি অধ্যায় সংযোজন করতে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত সরকার। সকলেই জানেন যে আর এস এস ঊনবিংশ শতকেই তৈরি হয়েছিল কয়েকজন হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন ভারত হিন্দু রাষ্ট্র, এখানে অহিন্দু তথা মুসলমান-খ্রিস্টানদের ঠাঁই নেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবক্তারা মানতেই চান না যে আরবের মুসলমানদের উচ্চারণবিভ্রাটেই 'সিন্ধ' নদী এবং তৎসন্নিহিত জনপদ 'হিন্দ' হয়ে গেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বেদ উপনিষদ প্রথমে আলবিরুনী নামক মহাপ্রাজ্ঞ এক মুসলমানের মাধ্যমে বৃহত্তর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যে জার্মান ভাষাকে 'সিনেমার সেই দিদিমনি' হঠিয়ে সংস্কৃত পাঠ্য করতে চাইছেন, সেই জার্মান মহাপণ্ডিত ম্যাক্সমূলারই প্রথম সংস্কৃত শাস্ত্রের নষ্টপুঁথি উদ্ধার করে ভারতীয়রা যে আর্য বংশোদ্ভূত তা প্রমাণ করেন। শাহজাহানপুত্র দারা সিকোহ্ সংস্কৃত অনেক ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

ইদানীং হঠাৎ দিল্লির তখ্ত-এ আসীন হিন্দুপ্রবররা উঠে পড়ে লেগেছেন প্রাচীন ভারতে মহাকাব্যের যুগে বিজ্ঞান কত উন্নত ছিল তা একদল স্তাবক পণ্ডিত নামীয় লোভীর মাধ্যমে গ্রন্থভুক্ত করতে। চরক সুশ্রুত নাগার্জুন চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই মনীষীরা শল্য চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক এগিয়েছিলেন। আয়ুর্বেদ অবশ্যই হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের মানুষকে নীরোগ করার প্রয়াসে রত থেকেছে। কিন্তু কখনোই বলা হয়নি প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি খুবই উন্নত ছিল তার প্রমাণ গণেশের মাথাটা হাতির। চিকিৎসাবিজ্ঞান এত উন্নত ছিল বলেই এটা সম্ভব। শ্রদ্ধেয় লেখক সুকুমার রায়ের অমর সৃষ্টিগুলি বকচ্ছপ, হাসজারু, হাতিমি ইত্যাদির কথা বোধ হয় বিজেপিওয়ালারা জানেন না। তা হলে না জানি আরো কত কি ...।

তৃণমূলি আক্রমণে আহত প্রতিবন্ধী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৩১ ডিসেম্বর : ৩০ ডিসেম্বর রাতে বি-জোনের ভারতী মোড় থেকে নিজের বাড়ি নতুনপল্লীতে ফেরার পথে তৃণমূল দুষ্কৃতী আজাদ সিং ও তোতন সরকারের আক্রমণে গুরুতর জখম হন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর ইস্পাতনগরীর বি-জোন আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ও ডি ওয়াই এফ আই-এর কর্মী মোহন পাসোয়ান। খবর পেয়ে লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন ও গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে বিধাননগর এস. ডি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশের কাছে এফ আই আর করা হলেও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ অপরাধীদের গ্রেফতার করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর রাজ্য কমিটির সদস্য মহঃ ইসাক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

পর্বতারোহন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভ্রামণিকের ২৫তম এ্যাডভেঞ্চার ও রকক্লাইম্বিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো পুরুলিয়ার তিলাবনী পাহাড়ে। গত ২৯ ডিসেম্বর ৪১জন শিক্ষার্থী নিয়ে রওনা দিয়ে ঐ দিনই দুপুরে ক্যাম্প শুরু হয় সংস্থার পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে। ৭জন প্রশিক্ষক ও ১২ জন অফিসিয়াল সারাক্ষণ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। বর্ধমানের হলিরক স্কুলের ২৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ও এন সি সি-র ১২ জন ছাত্র এ বছর শিক্ষার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিল। সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু শেঠ জানান, অন্যান্য বছরের মতো এবছরেও এই শিক্ষণশিবিরে পাহাড়ে চড়ার প্রাথমিক শিক্ষা, প্রকৃতি বিষয়ের শিক্ষা, গাছ পাখি চেনা, রাতের আকাশে তারা চেনানোর মতো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রধান প্রশিক্ষক মুকুল মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বেই এই শিক্ষা শিবির পরিচালিত হয়। এছাড়াও ক্যাম্পে উপস্থিত ছিল সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ চ্যাটার্জী, সহ-সভাপতি কার্ত্তিক রাউৎ প্রমুখ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব পরিবার দিবস কবে পালিত হয়?
২. অস্ট্রেলিয়া দেশটি কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় দিবস কবে? জাতীয় পশু কী? জাতীয় প্রতীক কী?
৩. ক্যামেরুন দেশটি কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় দিবস কবে? জাতীয় প্রতীক কী?
৪. চেক প্রজাতন্ত্র দেশটি কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় দিবস কবে? জাতীয় প্রতীক কী? জাতীয় ফুল কী?
৫. ব্রুনেই দেশটি কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় দিবস কবে? সংবিধান কবে গৃহীত হয়?
৬. সামোয়া দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় দিবস কবে? সংবিধান কবে গৃহীত হয়?
৭. শ্লোভাকিয়া দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় প্রতীক কী? জাতীয় পাখি কী?
৮. সুদান দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় প্রতীক কী? জাতীয় পাখি কী?
৯. হাইতি দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? জাতীয় প্রতীক কী? জাতীয় পাখি কী?
১০. কিউবা দেশটি কোথায়? জাতীয় দবিস কবে? স্বাধীনতা দিবস কবে? জাতীয় প্রতীক কী? জাতীয় ফুল কী?
১১. বান কী মুন কে? কবে দায়িত্ব নেন?
১২. ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মুখ্যসচিব কে হন? তাঁর কবে জন্ম? কবে মৃত্যু ঘটে? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

কতিপয়ের পৌষমাস, আম-জনতার সর্বনাশ

সুনামী গুপ্ত

'রক্তকরবী' নাটকের 'থিম্-সঙ্' হিসেবে বিবেচিত গানটির কথা বারবার মনে পড়ে—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
আয় রে ছুটে আয় আয় আয়
ডালাটি আজ ভরে গেছে পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।

পরিণামে ভরন্ত ডালা থেকে কেমন করে 'ধূলার আঁচলে' পাকা ফসল মিশে গেল, তা' নিয়ে অনেক তত্ত্ব, রূপক-সংকেতের ব্যাখ্যান হতে পারে। কিন্তু আপাতত আঘ্রাণ-পৌষের নবান্নের ঘ্রাণ কীভাবে কাদের আমোদিত করছে সে আলোচনা নিয়েই আমাদের মাথা-ব্যথা। বাংলা প্রবাদবাক্যটির মোক্ষম তাৎপর্য ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে—'কারোর পৌষমাস, কারোর বা সর্বনাশ।'

২০১৫ নতুন বছরে মাঠে-ময়দানে, কলে-কারখানায়, আপিস কাছারিতে, মানুষের ঘর-গেরস্থালিতে কর্পোরেট প্রভুদের লক্লকে জিভ থেকে লালা ঝরেই পড়ছে। আর সেই বিষোক্ত লালার ছোঁয়ায় নাভিশ্বাস উঠছে আম-জনতার। ঘাম-রক্ত ঝরানো চাষি-মজুরদের জীবনে আবার বোধ হয় সলিল চৌধুরীর কোনও এক গাঁয়ের বধূর বেদনাবিধুর বার্তা নেমে আসছে। কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প নয়, ছোট-বড়ো- মাঝারি কারখানার দরজা বন্ধ হওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের পেটে ও পিঠে ছুরি মারা চলছে। কোটি কোটি বেকার যুবক-যুবতী বুঝে গিয়েছে যে প্রতিশ্রুতির ফানুস ফেঁসে গিয়েছে—কর্মসংস্থানের আশা, শুধু মিছে ছলনা। আন্তর্জাতিক মহাপ্রভুদের শেকলে বাঁধা পড়ছে এদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিষেবার সমস্ত অস্তিত্ব। সুচিরলালিত জোট-নিরপেক্ষতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ, গণতন্ত্র অভিমুখী অধিকার—এ সবই বর্তমান কেন্দ্র-সরকারের হাড়কাঠে বলি দেওয়া হচ্ছে। বলি দেওয়া হচ্ছে মানবতাকে। আর ঘাতক কাপালিকরা নানা ফেরেমাদারির হকিকতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এই নতুন বছরে, এই পৌষ মাসে আম-জনতার 'সর্বনাশের আশায়' যারা বসে আছে, তারা এইসব দেশি-বিদেশি ঘাতক কাপালিকদের বন্দনাগীতিতে মুখর। কেবল কেন্দ্রে নয়, এই রাজ্যেও সেই সব ন্যাকামো-ধাষ্টাপনায় শাসক-শোষকদের কুৎসিত সঙ্গতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রচার মাধ্যম উঠে পড়ে প্রমাণ করতে চাইছে যে এদেশে বামপন্থা এবং লালঝাণ্ডার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। বামপন্থীদের ধ্বংস করতে পারলেই লড়াকু মজুর কিষাণ, কর্মচারী, ছাত্র-যুব, মহিলাদের হার-না-মানা, পোষ-না-মানা দুরন্ত সংগ্রামী ইতিহাসকে মুছে দেওয়া যাবে।

দেশদ্রোহী, মানববিদ্বেষী অপশক্তিগুলি কর্পোরেট প্রভুদের সেবাযত্নের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রের আরাধনা করছে। দাঙ্গা-লাঞ্ছিত ভেদনীতির কুৎসিত হলাহলে আমাদের এই মহান দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির আঙিনাকে আগ্নেয়-লাভায় কলুষিত করা হচ্ছে। এমন একটা পরিবেশে সকলেই সকলকে আড়চোখে দেখছে, সন্দেহ-সংশয়ের মধ্য দিয়ে জাতের নামে বজ্জাতি করেই শাসক শ্রেণিগুলি কংগ্রেস, ভাজপা, তৃণমূলিদের পতাকা নিয়ে ছতিচ্ছন্ন করতে চায় শোষিত-বঞ্চিতদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সমস্ত দিশা।

তাই এই পৌষমাসে লোকসভা রাজ্যসভাকে এড়িয়ে একের পর এক জনবিরোধী অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় অনেক ঢোঁক গিলে, শেষ পর্যন্ত নির্বিচারে এই সমস্ত জনবিরোধী অর্ডিন্যান্সে সই করতে বাধ্য হয়েছেন। এফ. ডি. আই বা বিদেশি লগ্নিপুঁজির অবাধ সুযোগ এনে মহাপ্রভুরা বিমা, ব্যাঙ্ক, খুচরো, পাইকারি ব্যবসা, শিক্ষা-সংস্কৃতির সব স্তরেই থাবা বসিয়েছে। আর তাতেই সংবাদমাধ্যমগুলি ধন্য ধন্য বলে উদ্বাহু নৃত্য করছে। অনেক দিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'চশমা-নাকে বাবু' অর্থাৎ উদীয়মান ভদ্রলোক এলিট্ সম্প্রদায়ের কাছে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন যে হাসিম সেখ আর রামা-কৈবর্ত্যর মতো গরিব চাষি ক্ষেতমজুরেরা শীর্ণ বলদের ল্যাজ মুচড়ে প্রখর গ্রীষ্মে কিংবা বর্ষায় জমিতে চাষ করছে, 'ইহাতে উহাদের কি উপকার হইতেছে?' আজও এই পৌষ মাসে, নতুন বছরে প্রশ্নটা জলজ্যান্ত হয়ে ফিরে এলো। হাসিম সেখ রামা কৈবর্ত্য, পরাণ মণ্ডল, 'মহেশ' গল্পের গফুর মিঞা, কিংবা দাঙ্গায় নিহত গগন, শশী, বিপিন, হানিফ-মহম্মদ, মকবুল, করিম-আজিজদের কথা স্মরণ করলে মনে হয়—দিল্লির মোদি সরকার আর এখানকার নির্মমতায় হাতপাকানো তৃণমূলি সরকার যেন একই বিষগাছের দু'টি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কুটিল ফণা। ওরা ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে উন্নয়নের সাদা-নীল-গেরুয়ার বর্ণালিতে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সুযোগ মিললেই আমজনতার ওপর ছোবল মারতে কসুর করবে না। পূর্বতন কেন্দ্র সরকার এবং এখনকার ভা. জ. পা. র নির্দেশিত আর. এস. এস. তথা মৌলবাদী উগ্র-হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণিনীতিতে কোনও ফারাক নেই। দাঙ্গা খুনে অভিযুক্ত অমিত শাহের হাত ধুয়ে ফেলা হয়েছে। আর এ রাজ্যেও অভিযুক্ত মন্ত্রী ধরা পড়লে ফুল ছড়িয়ে অবরোধ করে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে নয়া গেস্টাপোরা বিচার ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত। সমস্ত নরকের দূতগুলি যেন হামলে পড়ে ঘুটঘুটে আঁধারে কিংবা দেবীশ্রীর জ্যোতির্বলয়ে উল্লাসে-শীৎকারে, পিশাচের তাণ্ডবে, আম-জনতার সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এই পৌষ কতিপয় মানুষের মুখে হাসি ফোটালেও আম-জনতার জীবনে ডেকে এনেছে এক ভয়াল অমানিশা। এই অমানিশাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে এই অবস্থায় কেবল লালঝাণ্ডার, বামপন্থীদের সংহতিই নতুন পথের দিশা দিতে পারে। নতুন বছরে, এই পৌষমাসে তারই প্রতীক্ষা করছি।

মহরম, বাংলার গ্রামে গ্রামে

রত্না রশীদ

লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করার নেশায় বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় অনেক বিচিত্র লোকাচার দেখার সুযোগ জুটেছে, যার সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-র মানুষজনের তো বটেই, এমনকি ভিন্ন প্রদেশীয় মানুষজনের পালনীয় লোকাচার মিলেমিশে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। গাজন, ছট পুজো, পাতাপরবের সাদৃশ্য লক্ষণীয় 'মহরমের সঙ্গে।

মহরম কী, এবং কেন—মোটামুটি সবাই আমরা জানি। কারবালা প্রান্তরে হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হজরত হোসেনের সবান্ধব সপরিবার শহিদ হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চান্দ্রক্যালেণ্ডারের প্রথম মাস 'মহরম'-এর দশ তারিখে অনুষ্ঠিত 'মহরম' শোকানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ এমন ছোট পরিসরে দেওয়াও অসম্ভব—এ বিষয়ে ঢাউস ঢাউস অজস্র বই রয়েছে। এই লেখায় আমি 'মহরম'-কে কেন্দ্র করে গোটা বাংলার গ্রাম-গঞ্জে যে যে লোকাচার পালিত হয় তার মাত্রই কয়েকটার উল্লেখ করবো। 'লোকগান-শোকগান'—যা একমাত্র মহরমকে কেন্দ্র করেই ত্রিবিধ ধারায় পরিবেশিত হয়—জারি, জঙ্ এবং মোর্শিয়া—অতুলন সেই বাংলার সম্পদ এই লেখায় অনুল্লেখিতই রইলো।

সুন্নী কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের মহরম পালনের হালহকিকত জানার জন্য গেলাম বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট আস্তানায়। আলাপ হল অত্যন্ত জ্ঞানী, সাধক ও কবি মহম্মদ বকিয়াতুল্লা আনসারি সাহেবের সঙ্গে। অসংখ্য মর্মস্পর্শী মোর্শিয়া রচনা ও পরিবেশন করেন তিনি। কোনরকম অন্ধ-কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি এঁর অবস্থানের বিশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারেনা—অত্যন্ত মুক্তচিন্তক জ্ঞানী সাধক পুরুষ তিনি। উনি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন মসজিদ সংলগ্ন খানকায়। ওখানে পরিচয় হলো মসজিদের ইমাম মন্টুভাই ও আরো বেশ ক'জন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। সকলেই রোজা রেখেছিলেন। দিনটা ছিল ৯ মহরম। জানালেন ওঁরা হলেন—হুসাইন-হাসাইন বিলায়েতের ধারক হজরত রশিদালি আলকাদেরি আলবাগদাদী সাহেবের মন্ত্রশিষ্য। তাঁদের পরিচালনায় মঙ্গলকোটের আঠেরোটা পাড়ায় ধুমধাম করে মহরম পালন করা হয়। মূল মহরম হয় মসজিদ পাড়ায়, তারপর কারিকর পাড়া, ঘোড়াশহিদ পাড়া ইত্যাদি এলাকার মহরম বিখ্যাত। ঘোড়াশহিদ পাড়ায় দেখলাম চন্দননগরের আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেলের মতো সুসজ্জিত প্যাণ্ডেল তৈরি করে বিভিন্ন ইসলামি প্রতীক ও মোটিফ ব্যবহার করে, এমনকি শহিদ হোসেনের হাতের পাঞ্জার মাটির মূর্তি নির্মাণ করে সাজানো হয়েছে, হোসেন পূজার তোড়জোড় ভালভাবেই সম্পূর্ণ। অন্যদিকে বায়োজ্যেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা চাঁদ ওঠার পর থেকে দশদিন ধরে রোজা রাখছেন, গায়ে মাথায় তেল ব্যবহার করছেন না, আমিষ খাচ্ছেন না, নিজগৃহে শয্যায় শয়ন না করে খানকায় রাত্রিবাস করছেন, প্রতিদিন রোজা খোলার পর মগরের বাদ জারি—মোর্শিয়া গাইছেন—কোরান শরীফ পাঠ করছেন। দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে স্মরণ করছেন শোকগীতিতে কারবালার ঘটনাক্রম :

১। ৭ই মহরম ফোরাত নদী ঘিরে ফেলে জল বন্ধ করে দেওয়া হয় হোসেন, তার পরিবার ও সঙ্গীদের জন্য।

২। ৮ই ও ৯ই মহরম যুদ্ধবিরতিতে সব চুপচাপ—এদিনের নাম 'বিজরেন'।

৩। ১০ই মহরম যুদ্ধ এবং হজরত হোসেনের শাহাদাত বরণ।

পর্যায়ক্রমে শোকপালন হয় এইভাবে—

১। প্রথম দিন 'দুপুরে মাতম্'

২। দ্বিতীয় দিন 'বিজরেন'

৩। তৃতীয় দিনগত রাত্রে 'জাগরণ'

৪। চতুর্থদিন সূর্য ডোবার আগে 'মঞ্জিল মাটি'— অর্থাৎ কবরস্থ করা হয় হজরত হোসেনের মুণ্ডবিহীন দেহ।

কারাবালার যুদ্ধের পর হোসেন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের দেহ সমাহিত করা যায়নি, সেই দুঃখের ভার আজও বয়ে চলেছে সারা বিশ্বের মুসলিম জগৎ। মঙ্গলকোটের মহরমে তাজিয়া গোঙারা সহযোগে মিছিল বের হয়—জিঁজির বা শিকল এবং ব্লেড সহযোগে নিজেদের রক্তাক্ত করে শোকজ্ঞাপন করে ভক্তদল, জারি-মোক্তিয়ার মতো শোকগীতিতে শোকে ভারি হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস, কিন্তু এখানে কোনো বাজনা হয় না।

মঙ্গলকোট থেকে পরদিন চলে যাই কেতুগ্রাম থানার আনখোনা গ্রামে। সেদিন তখন 'দুপুরে মাতম্'-এর আয়োজন চলেছে। ওখানে তখন কাদেরিয়া গোষ্ঠীর তিন ভাই সৈয়দ মাহজুজ আলি, সৈয়দ মাহফুজ আলি, সৈয়দ মকসুস

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

২০১৪ : ফেলে আসা বছরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০ এপ্রিল ২০১৪
পিরামিডের বিস্ময়

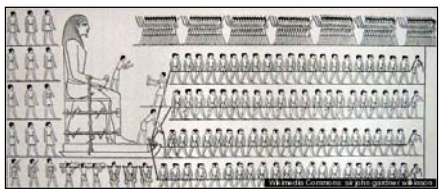

মিশরের পিরামিড আজও বিস্ময়। কেমন করে অতিকায় পাথরের চাঁই মাধ্যাকর্ষণের বাধা এড়িয়ে পিরামিডের চূড়ায় তোলা হত। আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদলের এক অভিনব পরীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে স্লেজ জাতীয় গাড়িতে পাথর তোলা হত। ঠেলে তোলার সময় ক্রমাগত ভিজে বালি গাড়ির সামনে দিলে পাথর টানার বাধা অর্ধেক হয়ে যায়। সুষম ভাবে ভেজানো বালিতে অল্প আয়াসে ভারি বস্তু টেনে তোলা অনেকখানি সহজ। সূক্ষ্ম জলের কণা ভিজে বালিতে এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধনের মাধ্যমে পাথর তোলার কাজ সুগম করে তুলতো। সমসাময়িক শিল্পীদের আঁকা চিত্রে এর প্রমাণ মিলেছে।

২মে ২০১৪
মৌল ১১৭

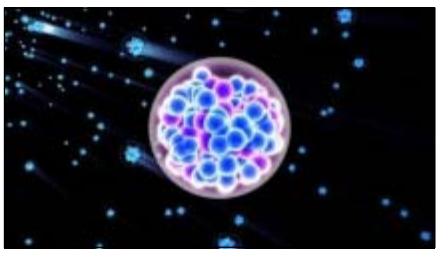

এ বছরেই স্বীকৃতি পাওয়া গেল নতুন এক মৌলিক পদার্থের। হোক না কৃত্রিম, সব মিলিয়ে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা দাঁড়ালো ১১৭। সিসার চেয়ে চল্লিশ গুণ ভারি 'মৌল-১১৭'-এর ডাকনাম কী হবে সেই নিয়ে ভাবনা চলছে। ২০১০ -এ পরমাণু গবেষণাগার, ডাবনা, রাশিয়া ও লরেন্স লিভারমোর জাতীয় গবেষণাগার, আমেরিকার যৌথ প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত এই ধাতুটি বার্কেলিয়াম ও ক্যালসিয়ামের পারমাণবিক বিক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। বিশ্বের ষোলটি দেশ এই গবেষণায় অংশ নিয়েছে। আনন্দের কথা ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও এই গবেষণায় সাফল্য দেখিয়েছেন।

৮ আগস্ট, ২০১৪
পাথরের চলাচল

ক্যালিফোর্নিয়া ও নেভাদা রাজ্যের অন্তর্গত ডেথ ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক আমেরিকার একটি বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র। জলবায়ুর বিভিন্নতা, অতিরিক্ত তাপমাত্রার তারতম্য, শষ্ক থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন ভিজে পরিবেশ সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে বেড়াতে আসেন। সুউচ্চ পর্বতমালা (৩৩৬৮ মি) থেকে সমুদ্রতলের নিচে ৮৬ মি. গভীরতার বিস্তৃত অঞ্চল। প্রায় তিনশ প্রজাতির নানান প্রাণীর আবাসস্থল। ডেথ ভ্যালির অনেক আকর্ষণের অন্যতম 'রেসট্র্যাক প্লায়া' বা শুষ্ক হ্রদ। বৃষ্টির মরসুমে শুষ্ক হ্রদ পাহাড়- ধোয়া জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রখর গ্রীষ্মে জল বাষ্পীভূত হয়ে হ্রদ শুকনো খটখটে হয়ে যায়। কাদার মণ্ড বহুভুজাকৃতি মোজাইক হয়ে পড়ে থাকে। মজার ব্যাপার হল এই বিস্তীর্ণ সমতলে কখনো কখনো সামান্য বৃষ্টিতেই কাদার মোজাইক পিচ্ছিল হয়ে ওঠে। আর তখনই ছোট থেকে বড় নানান পাথরের ভুতুড়ে চলাচল শুরু হয়। মানুষের চোখের আড়ালে চার-পাঁচশো কুইন্ট্যাল পাথরের চাঁই স্থান থেকে স্থানান্তরে সরে যায়, রেখে যায় গভীর চলার দাগ। এত বড় পাথর নিশ্চয় হাওয়ায় ভর করে যাবে না। স্বভাবত আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক ব্যাখ্যাও কিছু কম নেই। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ২০১১ সাল হতে এই ভৌতিক চলাচলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার খোঁজে পরীক্ষা চালান। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বল্প বৃষ্টিতে হ্রদ সামান্য ২/১ সেমি জলে পূর্ণ হয়। তাপমাত্রার অতিরিক্ত পরিবর্তন জলের উপর সূক্ষ্ম বরফের চাদর তৈরি করে। এই বরফের আস্তরণ রাতের অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিশাল পাথরের চাঁইকেও দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। কাদার মোজাইকে পড়ে থাকে শুকনো ক্ষতচিহ্ন।

৩ ডিসেম্বর ২০১৪
আলোকীয় সংযোগ

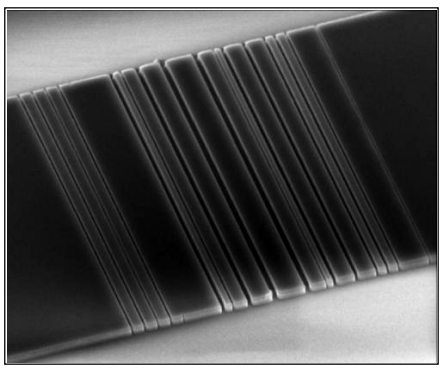

আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী অতি সূক্ষ্ম সিলিকন প্রিজমের সাহায্যে সঙ্কেত পরিবাহী ব্যবস্থা তৈরি করলেন। কম্পিউটারে বিদ্যুতের পরিবর্তে আলোর সাহায্যে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা যুগান্তকারী। ফলে অনেক কম সময় ও শক্তি খরচ করে আরো বেশি তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হবে।

৪ ডিসেম্বর, ২০১৪
ঘরের তাপমাত্রায় অতিপরিবাহিতা

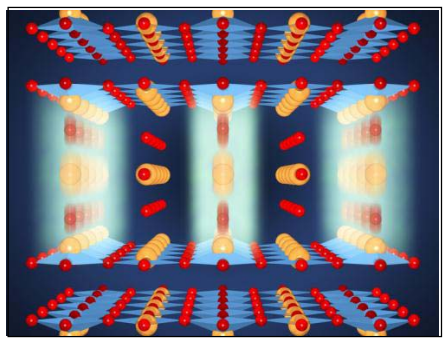

যেকোনো ধাতুই বিদ্যুৎ পরিবহণে সক্ষম। কোনটা বেশি, কোনটা কম। রূপো সবচেয়ে পরিবাহী, এরপর তামা, তারপর এ্যালুমিনিয়াম। পরমাণুর গঠন সব পদার্থের ক্ষেত্রেই কমবেশি বাধা তৈরি করে। এই বাধাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় রোধ বলে। তাপমাত্রা বাড়লে পরমাণুর ইলেকট্রনের চাঞ্চল্য বাড়ে, রোধও বাড়ে। তাপমাত্রা কমলে রোধ কমে। বলা যেতে পারে চরম শূন্য তাপমাত্রায় রোধ শূন্য, কেননা তাত্ত্বিকভাবে সেইসময় ইলেকট্রনের চাঞ্চল্য নেই। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিবহণে বাধাও নেই। বাধা থাকলে শক্তি খরচ বেশি। বিজ্ঞানীদের অনেকদিনের প্রচেষ্টা বাধাহীনভাবে বিদ্যুৎ পরিবহণ। সহজ উপায় কম তাপমাত্রায় এই কাজ করা। কিন্তু সে কাজও কঠিন। অতিশীতলতা তৈরি করাও বিজ্ঞানের একটি শাখা। এজন্যেও শক্তি খরচ মোটেই কম নয়। তাই দরকার এমন পরিবাহী যা কিনা ঘরের তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী। জার্মানের ম্যাক্স প্লাঙ্ক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা ইট্রিয়াম বেরিয়াম কপার অক্সাইডের মধ্যে অবলোহিত লেজার রশ্মি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ের জন্যে অতিপরিবাহিতা আনতে সক্ষম হয়েছেন।

সূত্র : www.phyorg.com

জাল ওষুধের জালে

অশ্বিনীকুমার

আমেরিকা বা সঠিকভাবে বললে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওষুধের গুনাগুন বিচারে খুব খুঁতখুঁতে। ওদেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সর্বোচ্চ সংস্থার নাম ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সব ওষুধ কোম্পানী একে সমীহ করে চলে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী ওষুধের গুনাগুন প্রচারে যখন বলে আমাদের এই ওষুধ আমেরিকা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ছাড়পত্র পেয়েছে, ডাক্তাররা তখন আশ্বস্ত হন। নিশ্চিন্তে লেখা চলে এমন ওষুধ। এই সংস্থার চোখ-কান চারিদিকে। তবুও এদের ফাঁকি দিয়ে ওষুধ বোরোয় বাজারে। খোদ মার্কিন মুলুকে দু-হাজার ছয় সালে এমন ঘটনা ঘটে, যার ফলে সারা পরে যায় গোটা মার্কিন মুলুকে। ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্যামিফ্লু নামে একটি ওষুধ সম্পর্কে সাবধান হতে বলে ক্রেতাদের। ট্যামিফ্লু ব্যবহার হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসার জন্য। ফলে বাজারে ওষুধের চাহিদা ছিল খুব বেশি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে খোদ মার্কিন মুলুকে যারা নকল ট্যামিফ্লু বাজারে আনতে পেরে ছিল, তারা জাল কারবারের রাঘববোয়াল! জাল ওষুধ কারবারের পাণ্ডারা কাজ করছিল সারা দুনিয়া জুড়ে। ওই বছর ডাচ হেল্‌থ কেয়ার ইন্‌স্‌পেকটোরেট, ওই একই এষুধ সম্পর্কে সাবধান হতে বলে হল্যাণ্ডবাসীকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে হল্যাণ্ডে ওই ওষুধ কেনা যাচ্ছিল। ইন্টারনেটের সুযোগ গ্রহণ করতে গিয়ে বহু মানুষ জাল ওষুধের ফাঁদে পড়ছিল সহজে। ওই ওষুধের নামে নেদারল্যাণ্ড বা হল্যাণ্ডে যা বিক্রি করছিল অসাধু ব্যবসায়ীরা তা আসলে ল্যাকটোস ও ভিটামিন সি মেশানো ক্যাপসুল। আসল ওষুধের পাশাপাশি নকল ওষুধ চলছিল সমানতালে। ওই বছরই ওই একই ওষুধের জাল ওষুধ ধরা পড়ে ব্রিটেনে। পাঁচ হাজার প্যাকেট ট্যাসিফ্লু বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটেনের পুলিশ। ওই ওষুধের প্যাকেটের সব ওষুধই ছিল জাল ওষুধ, যার বাজারদর সেই সময় প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউন্ড। সারা বিশ্ব জুড়ে জাল ওষুধের কারবারিরা সক্রিয়। মোটামুটি প্রায় শতকরা দশভাগ ওষুধ জাল ওষুধ। অর্থাৎ বাজারে যে পরিমাণ ওষুধ দোকানে দোকানে বিক্রি হয় তার মধ্যে শতকরা দশভাগ ওষুধ জাল। এ হল সারা বিশ্বের ছবি। যদি আলদাভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির কথা ধরা হয় তাহলে চিত্র আরও ভয়াবহ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাজারে চালু ওষুধের প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ ওষুধ আসলে জাল ওষুধ। কিছু কিছু দেশে শতকরা প্রায় পঞ্চাশভাগ ওষুধ জাল।

'সেন্টার ফর মেডিসিন ইন পাবলিক ইন্টারেস্ট' একটি মার্কিন সংস্থা। এরা ওষুধের ব্যবহারও সাধারণ মানুষের স্বার্থে ওষুধ কীভাবে বাজারে আসছে এ জাতীয় নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করে। এদের হিসাব অনুযায়ী ২০১০ সালে সারা বিশ্বে প্রায় পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলারের জাল ওষুধের ব্যবসা চলেছে। দু-হাজার পাঁচ সালে বাজারে যে পরিমাণ জাল ওষুধের ব্যবসা চলছিল, ২০১০ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

জাল ওষুধ কারবারীদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, জাল ওষুধ তৈরির জন্য কোনো বড় কারখানার দরকার হয় না। জাল ওষুধ তৈরির বিষয়টি প্রায় কুটির শিল্পের পর্যায়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন জায়গায় ঘরে ঘরে জাল ওষুধ তৈরি হয়। দামী ওষুধের ক্ষেত্রে জাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশে জাল ওষুধের বাজারের ধরনে কিছু ফারাক রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে প্রশাসনিক বাঁধুনি প্রায় নেই বললেই চলে, সেসব জায়গায় নিশ্চিন্তে জাল ওষুধ তৈরি করা যায়। যেদেশে পুলিশের একাংশকে অর্থের লোভ দেখিয়ে সহজেই বশে আনা যায়, সেখানে জাল ওষুধের কারবার চলে অনায়াসে। এছাড়া এই অসাধু ব্যবসায় মূলধন লাগে কম। লাভ লাগামছাড়া। তাই টাকা দিয়ে নানা দিকে প্রশাসনের মুখ বন্ধ করে যথেষ্ট লাভের কড়ি ঘরে আসে। ফলে বহু মানুষ সহজেই প্রলুব্ধ হয় এজাতীয় ব্যবসায়। উন্নত দেশগুলিতে অসাধু ওষুধের ব্যবসা ধরন একটু অন্যরকম। ওসব দেশে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিছু ওষুধ কেনা সম্ভব। অসাধু ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওষুধ ক্রেতাদের জাল ওষুধ ঘরে পৌঁছে দেয়। ভারতবর্ষে জাল ওষুধের ব্যবসা চলছে অবাধে। অবাধ মদের ব্যবসার মতোই এই ব্যবসার ক্ষেত্র বিরাট। পাশের দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সর্বত্র চলে যায় জাল ওষুধ। ওইসব দেশ থেকেও অনায়াসে আমাদের দেশে ঢুকতে পারে জাল ওষুধ। ইদানিং জাল টাকার ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে সর্বত্র। জাল ওষুধ সম্পর্কে সরকারি সতর্কবার্তা না থাকলেও এই বিষয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

আমাদের দেশে ওষুধের গুনমান দেখার জন্য আইন প্রনয়ন হয়েছে স্বাধীনতারও আগে। 'ড্রাগস অ্যাণ্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট ১৯৪০' ও 'ড্রাগস এ্যাণ্ড কসমেটিক্স রুলস্ ১৯৪৫' এইরকম দুটি আইনি ধারা 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যাণ্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' হল একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা যা ওষুধের গুনমান বিচার করে। ওষুধ কোম্পানির যে কোন ওষুধ পরীক্ষা করে তার গুণ নির্ধারণ করা অধিকার বর্তায় এই সংস্থার ওপর। এছাড়া রাজ্যস্তরে ড্রাগ কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন ওষুধের গুণমান দেখাশোনা করার অধিকারী। সারা ভারতে যেকোন ওষুধ প্রস্তুতকারককে তার তৈরি ওষুধের মান সম্পর্কে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার ছাড়পত্র পেতে হবে। তারপর ওষুধ বাজারে আসবে। কিন্তু জাল ওষুধের কারবারীরা কাজ করে এইসব সংস্থাকে এড়িয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জাল ওষুধের কারবার চলে অবাধে। যে কোন নামী কোম্পানির ওষুধের নকল তৈরি হয় ছোটছোট যন্ত্রের মাধ্যমে। অপেক্ষাকৃত কম দামে সেসব ওষুধ নামী কোম্পানির ওষুধের পাশে চলতে থাকে। সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে আসল ও নকল ওষুধের তফাৎ করা অসম্ভব। জাল টাকা ধরার মতোই জাল ওষুধ ধরা কঠিন। জাল ওষুধ ধরার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ল্যাবরেটরীর সাহায্য। আমাদের দেশে ওষুধের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য সরকারি পরীক্ষাগার আছে। উল্লিখিত কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন কেন্দ্র। এইসব কেন্দ্র ওষুধের গুণমান নির্ধারণ করে। কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই ও গাজিয়াবাদে আছে জোনাল অফিস। জোনাল অফিসগুলি কেন্দ্রীয় অফিসের তত্ত্বাবধানে কাজ করে। এছাড়া আছে তিনটি সাব-জোনাল অফিস ও সাতটি পোর্ট অফিস। বিদেশ থেকে আনা ওষুধের মান যাচাই করে এইসব কেন্দ্র। জোনাল অফিসের আধিকারিকরা ওষুধ তৈরির কারখানা ঘুরে দেখারও ওষুধের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। রাজ্যস্তরে স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটিও ওষুধের গুণমান যাচাইয়ের অধিকারী।

এতসব নানা সংস্থার চোখ এড়িয়ে আমাদের দেশের বাজারে ছেয়ে রয়েছে জাল ওষুধ। ভিটামিন, টনিক, নানা ধরনের সিরাপ, কাশির ওষুধ এসব বাজারে পাওয়া যায় বিনা প্রেসক্রিপশনে। নানা ধরনের হজমের ওষুধ, অ্যান্টাসিড কিনতেও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বাধ্যতামূলক নয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কিছু ওষুধ বিনা প্রেসক্রিপশনে বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র দিয়েছে সরকার। এই সহজ ছাড়পত্রের সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারে নিয়ে আসছে জাল ওষুধ। প্রেসক্রিপশন ছাড়া যে ওষুধ বাজারে চলে সে সম্পর্কে ক্রেতাদের মনোভাব এইসব ওষুধ বাজারে চলতে সাহায্য করে। দোকান থেকে সরাসরি ওষুধ কিনে খাওয়ার পর সেই ওষুধে কাজ না হলে রোগী নিজের ওষুধ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে বলেই ধরে নেয়। এই সিদ্ধান্তে আসা খুবই স্বাভাবিক। ফলে ব্যবহৃত ওষুধ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কেউ করে না। জাল ওষুধ এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে টিঁকে থাকে বাজারে। জাল ওষুধ যদি কখনও ধরাও পড়ে, তার প্রস্তুতকারককে ধরা খুব কঠিন। কারণ এইসব ওষুধ বাজারে আসে নানা হাতঘুরে। কোন নথিপত্র ছাড়াই এইসব ওষুধ বিক্রি হয়। ফলে নানাভাবে ওষুধের প্রস্তুতকারক আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে গলে বেড়িয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত কমদামে এসব ওষুধ বিক্রি সম্ভব। সাধারণ মানুষের অনভিজ্ঞতাকে, অশিক্ষাকে, অজ্ঞতাকে মূলধন করে টিঁকে থাকে জাল ওষুধের বাজার। দারিদ্র আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দরিদ্র মানুষকে সহজেই টেনে আনা যায় জাল ওষুধের চক্রে।

—এরপর চারের পাতায়

বেআইনি নির্মাণকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩১ ডিসেম্বর : মেমারি পুরসভার পিছনে জি টি রোডের ধারে পূর্ত দফতরের জায়গায় বে-আইনিভাবে বিল্ডিং তৈরি করছে মেমারি পুরসভা। বর্ধমানের জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানালেন মেমারির কংগ্রেস নেতা এ আই সি সির সদস্য সেলিম মোল্লা। তিনি লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডে চলছে এই বে-আইনি নির্মাণ কাজ। এদিকে গত ২৯ ডিসেম্বর বোর্ড মিটিং এ ৮নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর স্বপন ঘোষাল চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ীর কাছে জানতে চান, পূর্ত দফতরের জায়গাতে বেআইনি বিল্ডিং তৈরি করছে কারা, পুরসভার কোনো অনুমতি নেই, মুখের কথায় দীর্ঘদিন ধরে যারা এখানে ব্যবসা করছে তারা এই কাজ করছে। পূর্ত দফতরের কাছে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। এই নিয়ে ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের সাথে চেয়ারম্যানের বেশ কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হয়। কংগ্রেস নেতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ২৭ ডিসেম্বর পূর্তদপ্তর থেকে মেমারি পুরসভার বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে নির্মান কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনায় মেমারি পুর এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। ২৯ ডিসেম্বর রাত ১০টা ৪৫ মি নাগাদ স্বপন ঘোষাল-এর বাড়িতে আক্রমন হয়। লোহার গেট ও গ্রীলের গেট ভাঙার চেষ্টা হয়। তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও কাউন্সিলরকে খুনের হুমকি সহ নানা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ চলে। এজন্য ৩০ ডিসেম্বর ৪ জন তৃণমূল দুষ্কৃতীর নামে মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কাউন্সিলার স্বপন ঘোষাল। সাংবাদিকদের তিনি জানান ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ৪জন আসামীকে পুলিশ না ধরলে সপরিবারে এস পি অফিসের সামনে ধর্নায় বসবেন।

মহরম, বাংলার গ্রামে গ্রামে

—দুয়ের পাতার পর

আলি—যাঁরা বহুবছর ধরে কারও কাছে কোনো অর্থ সাহায্য না নিয়ে পরম শ্রদ্ধায় ও আন্তরিক মমতায় মহরম পালন করে চলেছেন। ওঁরা মঙ্গলকোটের মতই প্রায় একই নিয়ম মেনে মহরম পালন করেন, বাড়তি যেটা দেখলাম প্রায় প্রত্যেক অভ্যাগতকে ঠাণ্ডা শরবৎ, হালুয়া, রুটি খাওয়াচ্ছেন, দুপুরে প্রায় হাজার-বারশো লোককে অন্নভোজন করাচ্ছেন। মহরমের কথা বলতে বলতে টপটপ করে কাঁদতে থাকেন সৈয়দ মাহজুজ আলি সাহেব (ডাক নাম চঞ্চল ভাই)— ‘‘আজকের দিনে আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক পিপাসার্তের মুখে সুশীতল মিষ্টি পানীয় তুলে দিতে চাই—যে নিদারুন পিপাসা ও যন্ত্রণা নিয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন হজরত হোসেন—বিশ্বাত্মার তৃষ্ণা নিবারণের মধ্য দিয়ে প্রশমিত হোক তা। আর শরীরে ও মনে ওই যন্ত্রণার কিছু অন্তত অনুভব করার জন্য আমরা রোজা রাখি, হাতের সামনে খাদ্য-পানীয় পেলেও তা গ্রহণ করি না, এটাই তো সংযম। আর কারবালা যুদ্ধে হজরত হোসেনের সারা অঙ্গে যত তরবারির কোপ পড়েছিল, নিজ দেহে তা অনুভব করার জন্য ব্লেড মাতম, খঞ্জর মাতম, চেন্ মাতম করি আমরা।’’ আনখোনায় দেখলাম শোকপতাকা নিয়ে পুরুষ ও শিশুদের সঙ্গে একযোগে শোকমিছিলে গ্রাম পরিক্রমা করছেন নারীরাও। প্রশ্ন করাতে চঞ্চলভাই বলেছিলেন—‘‘এটাই তো স্বাভাবিক, নারীরও তো শোকপ্রকাশের অধিকার আছে।’’ প্রশ্ন করলাম—‘‘তাহলে পর্দাপ্রথা?’’ উত্তরে উনি বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন— যার মর্মার্থ হলো—‘‘পর্দা পুরোপুরি অন্তরের সংযম, কোনো লোকদেখানো জিনিস নয়। ইসলাম এ কারণেই হজের ময়দানে নারী পুরুষকে একযোগে শামিল হবার অধিকার দিয়েছে।’’

আনখোনা গ্রামটি কাটোয়ার গা-ঘেঁষাঘেষি অঞ্চল। শ্রীপাট-শ্রীখণ্ড-কাটোয়া বৈষ্ণব অধ্যুষিত অঞ্চল। ওই অঞ্চলে দেখেছি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সংকীর্তন সহযোগে নগর পরিভ্রমণ করতে, আনখোনার ‘মহরম’-এর মিছিল চোহারায় তার সঙ্গে হুবহু এক। বাংলার মুসলিম মানস খুব কিছু ভিন্নতা পাবেই বা কোত্থেকে? বৈষ্ণবরা বৎসরে একবার মোচ্ছব দেন,—চঞ্চলভাইয়ের আয়োজনও মহোৎসবই। লোকাচারে একজনের যশোদা অন্যের মা ফতিমার রূপে দেখা দেন, একজনের গোপাল অন্যের দুলাল হোসেন রূপে মূর্ত হয়ে ওঠেন। শত চেষ্টাতেও কেউ ভিন্ন করতে পারেনি, পারবে না।

জাল ওষুধের জালে

—তিনের পাতার পর

বেকারত্ব যোগায় এই ব্যবসায় খাটবার মানুষ। যে-কোন উপায়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে অনেকসময় ন্যায় অন্যায় বোধের চেয়ে প্রতিদিনের অভাব দূর করার তাগিদ জয়ী হয়। যা হয় হোক, একটু ঝুঁকি নিয়ে দুটো পয়সার মুখ দেখার লোভে অনেকেই অসাধু ওষুধ তৈরির চক্রে জড়িয়ে পরে। ফলে এই ব্যবসায় খাটবার লোক পেতে অসুবিধা হয়না। কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হয় এইসব চক্রের শ্রমিকেরা। অল্প পয়সায় শিশুদের, মহিলাদের কাজে লাগানো হয় এই ব্যবসায়। এদের হাত ধরে ড্রাগ চক্রও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে একটি বড় চক্র কাজ করে এইসব জাল ওষুধকে কেন্দ্র করে। বহু মানুষ জেনে, না জেনে জড়িয়ে পরে এই অসাধু ব্যবসায়। সরকারের পক্ষে এইবড় চক্রকে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এ জাল ওষুধের ব্যবসা এমন আন্তর্জাতিক ব্যাপার। পৃথিবীর বহু দেশ একসঙ্গে এই ব্যবসা বন্ধে সক্রিয় না হলে এই ব্যবসা আটকানো কঠিন। দারিদ্র, অশিক্ষা, অজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যে ব্যবসা, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আসল অস্ত্র, দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষার বিস্তার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার বিস্তার। আমাদের দেশের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চল সমাজের মূল স্রোত থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হয় যে তাদের পক্ষে আসল-নকলের বিভেদের প্রশ্নটিই উঠে আসে না। সাধারণ মানুষের আর্ত-সামাজিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ জাতীয় ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার প্রবণতাও কমবে। নেহাতই লোভের শিকার যারা, তারাই সহজে বিত্তবান হওয়ার বিকৃত বাসনায় জাল ওষুধের ব্যবসায় নামে বহু উন্নত দেশে। এইসব ব্যবসার উৎসমুখ বন্ধ করতে হলে নির্মূল করতে হবে দারিদ্র, অশিক্ষাকে। শুধুমাত্র পুলিশ দিয়ে এই অসুখ বন্ধ করা সম্ভব নয়। রোগের কারণ যেখানে লুকিয়ে আছে সমাজের গভীরে, রোগ দূর করতে হলে নিদানের ব্যবস্থাও করতে হবে সমাজের গভীরে ডুব দিয়ে। নেহাতই বিন্দু আইন প্রণয়ন এ জাতীয় ব্যবসার উৎসমুখ বন্ধ করতে অক্ষম। আমাদের দেশে আইনের অন্ত নেই। নতুন কঠোর আইন এই ব্যবসা বন্ধ করতে পারবে না। এই ব্যবসা বন্ধ করতে সক্ষম সচেতন মানুষের গণ-আন্দোলন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিভেদের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি জাল ওষুধের বিরুদ্ধে আন্দোলনও প্রয়োজন। একমাত্র গণ আন্দোলনের ঢেউ আটকাতে পারে জাল ওষুধ চক্রের রমরমা। আইন নিতে পারে সাহায্যকারীর ভূমিকা। সরকারের দায়, গণ আন্দোলনকে পুষ্ট করা, তাকে সরকার-বিরোধী আপদ ভেবে দমন করা নয়। মানুষ সরকার তৈরি করে মানুষের দেখভাল করার জন্য; কিল মারার গোঁসাই তৈরির জন্য নয়।

By Courtsy

S. K. Banerjee

Burdwan

আসামে নিরীহ অদিবাসীর ওপর নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : আসামে নিরীহ গরিব অদিবাসীর ওপর নৃশংস হত্যা কান্ডের প্রতিবাদে জেলার বিভিন্ন অংশে অবরোধ করলো আদিবাসীরা। ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল নামে এক আদিবাসী সংগঠন বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন রাস্তা জায়গায় ও রেল অবরোধ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, জেলার আউশগ্রাম, জাজিগ্রাম, খন্ডঘোষের সগড়াই, ধাত্রীগ্রাম সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ হয়। এছাড়া মেমারী, গুসকরা ও জৌগ্রামে রেল অবরোধ হয়। এই অবরোধের ফলে বেশ কিছুক্ষন বাস ও রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল বর্ধমান জেলা শাখার পক্ষ থেকে আসামের কোকরামোড়, ঝাড়, চিরাং, শোনিতপুর জেলায় আদিবাসীদের ওপর যে নৃশংস হত্যাকান্ড চলেছে তা তীব্র নিন্দা করেন এবং বিভিন্ন ব্লকে ডেপুটেশন দেন। এই হত্যা কান্ডের প্রতিবাদেই অবরোধ বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। বর্ধমানের স্টেশন ম্যানেজার স্বপন অধিকারী বলেন, ‘রেল অবরোধের ফলে তেমন কোন সমস্যা হয়নি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১জানুয়ারি; ২। ১জানুয়ারি ১৯০১, ২৬ জানুয়ারি, কাঙারু, সাতটি কোণ যুক্ত পাঁচটি তারা; ৩। ১ জানুয়ারি ১৯৬০, ২০ মে, সিংহ; ৪। ১ জানুয়ারি ১৯৯৩, ২৮ অক্টোবর, জোড়ালেজের সিংহ, গোলাপ; ৫। ১ জানুয়ারি ১৯৮৪, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২৯-৯-১৯৫৯; ৬। প্রশান্ত মহাসাগরে, ১ জানুয়ারি ১৯৬২, ১ জুন, ২৮ আগস্ট ১৯৬০; ৭। ইউরোপ মহাদেশে, ১ জানুয়ারি ১৯৯৩, তিনটি চূড়ার উপর ডবল বারড ক্রস, গোলাপ; ৮। আফ্রিকা মহাদেশে, ১ জানুয়ারি ১৯৫৬, সেক্রেটারি পাখি, লম্বাপাযুক্ত শিকারী পাখি; ৯। উত্তর আমেরিকার ক্যারিবিয়ান সাগরে, ১ জানুয়ারি ১৮০৪, হিসপ্যানিওলান ট্রোগান (পাখি), ১ জানুয়ারি ১৮০৪; ১০। উত্তর আমেরিকায়, ১ জানুয়ারি, ২০ মে ১৯০২, টোকোরোরো, জেসমিন ফুল (প্রজাপতি আঁকা); ১১। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব, ১ জানুয়ারি ২০০৭; ১২। সুকুমার সেন, জন্ম ১৮৯৮ সালের ২ জানুয়ারি, মৃত্যু ১৩ মে ১৯৬৩।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি আশিষ ঘোষ ওরফে তপন কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত অরবিন্দ ঘোষ, সাকিম নতুন পল্লী, থানা ও জেলা বর্ধমান। ৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে বর্ধমান সদর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট এক এফিডেবিট দ্বারা আশিষ ঘোষ নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। আশিষ ঘোষ, পিতা - অরবিন্দ ঘোষ এবং তপন কুমার ঘোষ, পিতা অরবিন্দ ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মহঃ নৌসাদ, পিতা - মহঃ শাহাদত, আলুডাঙা রোড, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম মহঃ নৌসাদ, পিতা মহঃ শাহাদত। আমার ভোটার কার্ডে পিতার নাম ভুলবশত মহঃ মাহাদত (MAHADAD) নথিভুক্ত হয়েছে এবং আমার রেশনকার্ডে আমার নাম ভুলবশত MD. NUSAD, পিতা SAHADAT নথিভুক্ত হয়েছে। MD NAUSHAD পিতা MD SAHADAT এবং MD NUSAD পিতা SAHADAT এবং MD NAUSHAD পিতা MD MAHADAD এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

KASHMIR FASHION SHAWL

The Best & only one in Burdwan Town
The fashion of new style
(Regd. by Ministry of Textile Govt. of India)
Regn. no - JKSRK00116

Prop. - Majd Bhai Govt. Awarded Artisan is known to you more than 30 years in Burdwan town. This Concern is full of original Kashmiri Hand made Pasmina and Semi pasmina Shawl & other New attractive winter dresses for Gents & Ladies. It is requested to you Please check and use these for a time and certify me with your satisfaction.

Address : B.C. Road, Raniganj Bazar Choumatha more, near Bichitra Cinema, Burdwan

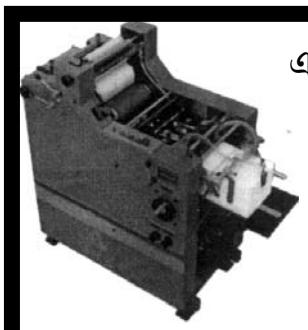

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

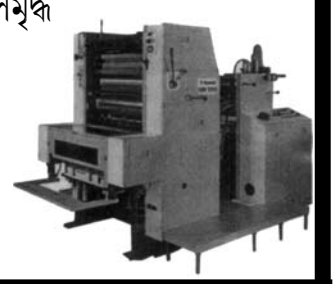

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা